দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...APR. 19 2000
পৃঃ ২ ... কলাম ...

32

৫ বছরেও শেষ হয়নি শারীরিক শিক্ষা কলেজের নির্মাণ

বহুল প্রতীক্ষিত চট্টগ্রাম বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজ কবে নাগাদ পূর্ণাঙ্গরূপ পাবে তা এখনও অনিশ্চিত। কলেজ বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্পের প্রথম পর্বের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তথা দ্বিতীয়পর্বের কাজ আটকে আছে। রশি টানাটানি এবং টেন্ডার আহ্বানে দীর্ঘসূত্রতার কারণে থমকে রয়েছে দ্বিতীয়পর্ব শুরুর প্রক্রিয়া। তিন বছর আগে যে কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর কথা, আগামীতে কখন এটি চালু হবে তা নিয়েই যত সংশয়-প্রশ্ন।

চট্টগ্রামে বিশাল কমপ্লেক্সে এই কলেজের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয় '৯৬ সালে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া পরিদফতরের তত্ত্বাবধানে দেশে নতুন যে দুটি শারীরিক কলেজ স্থাপন হচ্ছে, চট্টগ্রামেরটি তার অন্যতম। অন্যটি হচ্ছে বাগেরহাটে। হালিশহরে ১৩.১ একর জমিতে নির্মাণাধীন এ কলেজে একাডেমিক, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রছাত্রীদের পৃথক হোস্টেল, অডিটরিয়াম, স্টাফ কোয়ার্টার ছাড়াও হবার কথা অত্যাধুনিক জিমন্যাসিয়াম, সুইমিংপুল, এ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক, ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন ও টেনিস কোর্ট।

এছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়া লাইব্রেরিও থাকবে এই কলেজে। কলেজের প্রকল্প সারপত্রে এসব উল্লিখিত রয়েছে। এ জন্য পুরো প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক খাতে ব্যয় ধরা হয় প্রায় ২০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের।

দায়িত্বশীল সূত্র মতে, প্রকল্পের প্রথমপর্ব সম্পন্ন করতে ব্যয় হয় ৫ কোটি টাকারও বেশি অর্থ। এই টাকা ব্যয়ে দুই বছরে নির্মিত হয়েছে শুধু একাডেমিক (তাও আংশিক), প্রশাসনিক ভবন, হোস্টেল, সীমানা প্রাচীর ও প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার। কিন্তু এসব কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় '৯৮ সালে একটি তদন্ত কমিটিও হয়। মন্ত্রণালয়, এনএসসি ও জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি মোজাইক ফিটিংস ও হোস্টেল ছাদ নির্মাণসহ নানা কাজে ত্রুটি উদঘাটন করে। কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সে সময় প্রথম পর্ব যথাসময়ে শেষ করা যায়নি। এখানে উল্লেখ্য, প্রকল্পটির ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাস্তুকার লিমিটেড।

এখানে আন্তর্জাতিক মানের জিমনেসিয়াম হওয়ার কথা। গোচারণ ক্ষেত্র হয়ে থাকবে কতকাল —মোহাম্মদ ফারুক

পরবর্তীকালে দ্বিতীয়পর্বের কাজ শুরু করার জন্য অর্থ বরাদ্দে মন্ত্রণালয় গড়িমসির ফলে যথেষ্ট সময়ের অপচয় ঘটে। খোদ মন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও অর্থ বরাদ্দে বিলম্ব ঘটে। এর মধ্যে বাগেরহাটে নির্মাণাধীন কলেজটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আগেই শুরু হলেও চট্টগ্রামেরটি এখনও রাহুগ্রস্ত। যদিও সম্প্রতি এই দ্বিতীয় পর্বের জন্য মন্ত্রণালয় ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে বলে দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে। জানুয়ারি মাসে এই অর্থ বরাদ্দ করা হলেও এখনও টেন্ডার আহ্বান হয়নি।

সূত্র জানিয়েছে, নতুন এক জটিলতার জন্য টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়া থমকে আছে। আগে প্রকল্পের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থাকলেও, সম্প্রতি নাকি সেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (বিকেএসপি)। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এ ক্ষেত্রে অজুহাত—তাদের জনবল কম। সে কারণে পেরে ওঠা যাচ্ছে না। এখন বিকেএসপি নতুন উদ্যোগ নিয়ে টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বলে সূত্রের তথ্য। শীঘ্রই এই টেন্ডার আহ্বান হতে পারে। এখন এই পর্যায়ে জিমন্যাসিয়াম ও সুইমিংপুলসহ অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা হবে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ভারতের পাতিয়ালা কিংবা বর্তমানে বিদ্যমান ঢাকা-রাজশাহীতে শারীরিক শিক্ষা কলেজের মতো শুধুমাত্র বিপিএড (ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন) ডিগ্রী কোর্স থাকবে এই কলেজে। এ ক্ষেত্রে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রাপ্তরাই (বিএ, বিকম, বিএসসি) এখানে যথাক্রমে সপ্তাহ, পক্ষ, মাস এবং ত্রৈমাসিক মেয়াদে বিভিন্ন ক্রীড়ার ওপর কোর্স নিতে পারবে।

সূত্রমতে, বর্তমানে বিদ্যমান দুটি কলেজ থেকে প্রতিবছর ৩শ'র মতো বিপিএড ডিগ্রীধারী বেরুচ্ছে যা দেশের ১৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অপ্রতুল। সে ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম শারীরিক কলেজটি চালু হলে এখান থেকে বছরে ৩শ'র মতো বিপিএড ডিগ্রীধারী বেরুবে। যা স্কুল পর্যায়ে ক্রীড়া শিক্ষকের অভাব অনেকটা পূরণ করবে। তবে যে অনিশ্চিত অবস্থায় কলেজটি রয়েছে, তাতে সেই সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়িত হয়, সেটাই এখন জিজ্ঞাসা।

কামাল পারভেজ